West Bengal Election Watch

১৯শে এপ্রিল, ২০২১

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২১ - সপ্তম দফা

প্রার্থীদের ফৌজদারি মামলার প্রেক্ষাপট, আর্থিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং লিঙ্গ সাম্যতা ও অন্যান্য তথ্যের বিশ্লেষণ

ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকশান ওয়াচ

১৯৫, যোধপুর পার্ক

কোলকাতা -৭০০০৬৮

ফোন : +৯১ ৩৩ ২৪৭৩ ২৭৪০

মোবাইল : +৯১ ৯৮৩০২৯৯৩২৬

ইমেল : westbengalelectionwatch@gmail.com

অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস

টি- ৯৫, সি.এল. হাউস, দ্বিতল, গুলমোহর কমার্শিয়াল কমপ্লেক্সের কাছে, গৌতম নগর

নতুন দিল্লী - ১১০০৪৯

ফোন : + ৯১ ০১১ ৪১৬৫ ৪২০০

ফ্যাক্স : + ৯১ ০১১ ৪৬০৯ ৪২৪৮

ইমেল : adr@adrindia.org

নির্বাচনের সময় কোনও নির্বাচন বিধি লঙ্ঘন এবং অপব্যবহারের রিপোর্ট করতে "ইলেকশান ওয়াচ রিপোর্টার" (এনড্রয়েড অ্যাপ) ডাউনলোড করুন।
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webrosoft.election_watch_reporter

এই প্রতিবেদনের তথ্য জনহিতে জনগণকে সচেতন করার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকশান ওয়াচ এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস দ্বারা পরিবেশিত তথ্যের উৎস হলো নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট www.adrindia.org, www.myneta.info। এই তথ্য কেবলমাত্র ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকশান ওয়াচ এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মসের দপ্তর থেকেই পাওয়া যাচ্ছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

১৯.০৪.২০২১

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২১ - সপ্তম দফা

ভূমিকাঃ

১৩ই ফেব্রুয়ারী ২০২০ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা মেনে ৬ই মার্চ ২০২০তে নির্বাচন কমিশনের চিঠি :

১। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে চলা বিচারাধীন ফৌজদারি মামলার বিস্তারিত তথ্য, যেমন অপরাধের প্রকৃতি, কি ধারায় অভিযোগ দায়ের, যে আদালতে মামলা তার নাম, মামলার নম্বর ইত্যাদি দলের ওয়েবসাইটে বাধ্যতামূলকভাবে আপলোড করবে।

২। রাজনৈতিক দলগুলিকে এমন প্রার্থী নির্বাচনের কারণ এবং কোন ফৌজদারি অপরাধের নজির নেই, এমন ব্যক্তিদের কেন প্রার্থী হিসাবে নির্বাচন করা যায়নি তার কারণও দিতে হবে।

৩। প্রার্থীদের নির্বাচনের কারণ অবশ্যই তাদের যোগ্যতা, কাজের সাফল্য (Achievements) এবং মেধা সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। প্রার্থীর ভোটে জেতার সুযোগ বেশী (Winnability)এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪। এই তথ্যগুলি যেখানে যেখানে প্রকাশ করতে হবে তা হল: (ক) একটি স্থানীয় ভাষার পত্রিকা এবং একটি জাতীয় পত্রিকাতে তা ছাপাতে হবে; (খ) ফেসবুক এবং টুইটার সহ রাজনৈতিক দলটি যত ধরনের সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে, সেখানে এই তথ্য দিতে হবে।

৫। প্রার্থী বাছাইয়ের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে বা মনোনয়ন দাখিল করার জন্য ঘোষিত দিনের প্রথম তারিখের অন্তত দুই সপ্তাহ আগে (এর মধ্যে যে তারিখটা আগে আসবে সেটাই বিবেচ্য হবে) প্রার্থীদের এই সব বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করতে হবে।

৬। তারপরে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলি উপরোক্ত শ্রেনীর প্রার্থী বাছাইয়ের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে এক প্রতিবেদন জমা করে জানাবে যে তারা উপরের নির্দেশাবলী পালন করেছে।

৭। যদি কোনও রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনের কাছে এই নির্দেশাবলী পালন করার প্রতিবেদন জমা দিতে ব্যর্থ হয়, তবে নির্বাচন কমিশন উক্ত বিষয়টিকে সংশ্লিষ্ট দলের দ্বারা করা আদালতের অবমাননা বলে গণ্য করে, এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

২৫শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা মেনে ১০ই অক্টোবর ২০১৮তে নির্বাচন কমিশনের চিঠি :

সুপ্রিম কোর্টের রায় এই লিঙ্ক থেকে পাবেন : https://adrindia.org/sites/default/files/judgment_on_de-criminalization_25-Sep-2018.pdf

প্রার্থীদের জন্য :

১। প্রতিযোগী প্রত্যেক প্রার্থীকে নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত ফর্ম পূরণ করতে হবে এবং ফর্মটিতে অবশ্যই প্রয়োজনীয় সমস্ত বিবরণ থাকতে হবে।

২। প্রার্থীদের বিরুদ্ধে বিচারাধীন ফৌজদারি মামলা সম্পর্কিত বিষয় **বড় বড় করে মোটা হরফে** লিখতে হবে।

৩। কোনও প্রার্থী যদি কোনও নির্দিষ্ট দলের টিকিটে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে থাকেন, তবে তাকে তার বিরুদ্ধে বিচারাধীন ফৌজদারি মামলা সম্পর্কে দলকে অবহিত করতে হবে।

রাজনৈতিক দলগুলির জন্য :

সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলি প্রার্থীদের ফৌজদারি মামলা সম্পর্কিত তথ্য ওয়েবসাইটে দিতে অবশ্যই বাধ্য থাকবে।

রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী উভয়ের জন্য :

১। যে সব প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে তার বিবরণ দল ও প্রার্থী উভয়কেই, মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখের পরে এবং ভোটগ্রহণের তারিখের দু'দিন আগে, কমপক্ষে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন তারিখে বাধ্যতামূলক ভাবে ঘোষণা করতে হবে। বিষয়টি কমপক্ষে ১২ নম্বর হরফে বা ফন্টে (font size 12), খবরের কাগজে উপযুক্ত কলমে ছাপাতে হবে। টিভি চ্যানেলগুলিতে ঘোষণার ক্ষেত্রে, ভোট গ্রহণ শেষ হবার ৪৮ ঘন্টা সময়সীমার আগে ঘোষণা সেরে ফেলতে হবে। প্রার্থী এবং রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা এই ধরণের ঘোষণার জন্য নির্বাচন কমিশন একটি কাঠামো বা ফর্ম্যাট বের করেছে।

২। প্রার্থী / রাজনৈতিক দলগুলি যদি উপরে উল্লেখিত নির্দেশ না মানে তবে প্রথমে রিটার্নিং অফিসার বা কর্মকর্তারা তাদের লিখিত ভাবে এই নির্দেশ মানার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে, তার পরেও নির্বাচনের শেষ পর্যন্ত যদি নির্দেশাবলী না মানা হয় তাহলে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন কমিশনের নিযুক্ত রাজ্যের প্রধান নির্বাচনী কর্মকর্তাকে এই বিষয়ে রিপোর্ট করবেন, যিনি বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকে জানাবেন। ভারতীয় নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। প্রার্থীদের এবং রাজনৈতিক দলগুলিকে নির্দেশ পালন করতে স্মরণ করানোর এক সাধারণ বয়ান ও কাঠামো বা স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম্যাট, চিঠির সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৩। সব রাজনৈতিক দল; স্বীকৃত দলগুলি এবং নিবন্ধিত অপরিচিত দলগুলি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের প্রধান নির্বাচনী কর্মকর্তার কাছে একটি প্রতিবেদন জমা দেবে যাতে তারা যে নির্দেশমতো তথ্য পূরণ করেছে তা উল্লেখ করে, এই নির্দেশ পালন সংক্রান্ত খবর কাগজে প্রকাশিত তথ্য (পেপার কাটিংও) একই সাথে জমা দেবে। নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে এটি করতে হবে। তারপরে, পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে, রাজ্যের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ভারতীয় নির্বাচন কমিশনকে দল ও প্রার্থীদের দ্বারা নির্দেশাবলী পালনের প্রতিবেদন জমা করবে ও খেলাপিদের বিষয়টি সেই প্রতিবেদনে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করবে।

প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ ও কিছু বিশেষ উল্লেখ্য বিষয়

পশ্চিমবঙ্গ ইলেকশান ওয়াচ এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস (এডিআর) ২০২১ এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের সপ্তম দফায়, ৩৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ২৮৪ জন প্রার্থীর স্বঘোষিত হলফনামা বিশ্লেষণ করেছে। **এই দফায় নির্বাচন হবে ২৬শে এপ্রিল ২০২১ তারিখে।**

ক্রমিক সংখ্যা	জেলা	বিধানসভা	বিশ্লেষিত প্রার্থীর সংখ্যা	মোট প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী
১	দক্ষিণ দিনাজপুর	কুশমান্ডি (এস সি)	৫	৫
২	দক্ষিণ দিনাজপুর	কুমারগঞ্জ	৫	৫
৩	দক্ষিণ দিনাজপুর	বালুরঘাট	৮	৮
৪	দক্ষিণ দিনাজপুর	তপন (এস টি)	৭	৭
৫	দক্ষিণ দিনাজপুর	গঙ্গারামপুর (এস সি)	৬	৬
৬	দক্ষিণ দিনাজপুর	হরিরামপুর	৮	৮
৭	মালদা	হাবিবপুর (এস টি)	১০	১০
৮	মালদা	গাজল (এস সি)	৮	৮
৯	মালদা	চাঁচল	৬	৬
১০	মালদা	হরিশ্চন্দ্রপুর	৮	৮
১১	মালদা	মালতিপুর	৬	৬
১২	মালদা	রতুয়া	৯	৯
১৩	মুর্শিদাবাদ	ফারাক্কা	৬	৬
১৪	মুর্শিদাবাদ	সামশেরগঞ্জ	৭	৭
১৫	মুর্শিদাবাদ	সুতি	৮	৮
১৬	মুর্শিদাবাদ	জঙ্গীপুর	৯	৯

- ৭৩ জন (২৬%) প্রার্থীদের বিরুদ্ধে রয়েছে ফৌজদারি মামলা
- ৬০ জন (২১%) ক্ষেত্রে এগুলি গুরুতর ফৌজদারি অপরাধের মামলা
- ৬৫ জন (২৩%) প্রার্থী কোটিপতি
- প্রার্থীদের গড় সম্পদ ১.২২ কোটি টাকা

১৭	মুর্শিদাবাদ	রঘুনাথগঞ্জ	৭	৭
১৮	মুর্শিদাবাদ	সাগরদীঘি	৯	৯
১৯	মুর্শিদাবাদ	লালগোলা	৮	৮
২০	মুর্শিদাবাদ	ভগবানগোলা	১১	১১
২১	মুর্শিদাবাদ	রানীনগর	১২	১২
২২	মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ	১১	১১
২৩	মুর্শিদাবাদ	নবগ্রাম (এস সি)	৪	৪
২৪	কলকাতা দক্ষিণ	ভবানীপুর	৯	৯
২৫	কলকাতা দক্ষিণ	কলকাতা পোর্ট	১০	১০
২৬	কলকাতা দক্ষিণ	রাসবিহারী	১২	১২
২৭	কলকাতা দক্ষিণ	বালিগঞ্জ	১১	১১
২৮	পশ্চিম বর্ধমান	পাণ্ডবেশ্বর	৮	৮
২৯	পশ্চিম বর্ধমান	দুর্গাপুর পূর্ব	৯	৯
৩০	পশ্চিম বর্ধমান	দুর্গাপুর পশ্চিম	১০	১০
৩১	পশ্চিম বর্ধমান	রানীগঞ্জ	৭	৭
৩২	পশ্চিম বর্ধমান	জামুড়িয়া	৬	৬
৩৩	পশ্চিম বর্ধমান	আসানসোল দক্ষিণ	৫	৫
৩৪	পশ্চিম বর্ধমান	আসানসোল উত্তর	৭	৭
৩৫	পশ্চিম বর্ধমান	কুলটি	৬	৬
৩৬	পশ্চিম বর্ধমান	বরাবনি	৬	৬
		মোট	২৮৪	২৮৪

ফৌজদারি মামলার প্রেক্ষাপট :

- **প্রার্থীদের বিরুদ্ধে থাকা ফৌজদারি মামলা :** হলফনামা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বিশ্লেষিত ২৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৭৩ জন (২৬%) নিজেদের বিরুদ্ধে থাকা ফৌজদারি মামলার কথা জানিয়েছেন।
- **প্রার্থীদের বিরুদ্ধে থাকা গুরুতর ফৌজদারি মামলা :** এদের মধ্যে ৬০ জন (২১%) নিজেদের বিরুদ্ধে থাকা গুরুতর ফৌজদারি মামলা থাকার কথা জানিয়েছেন।

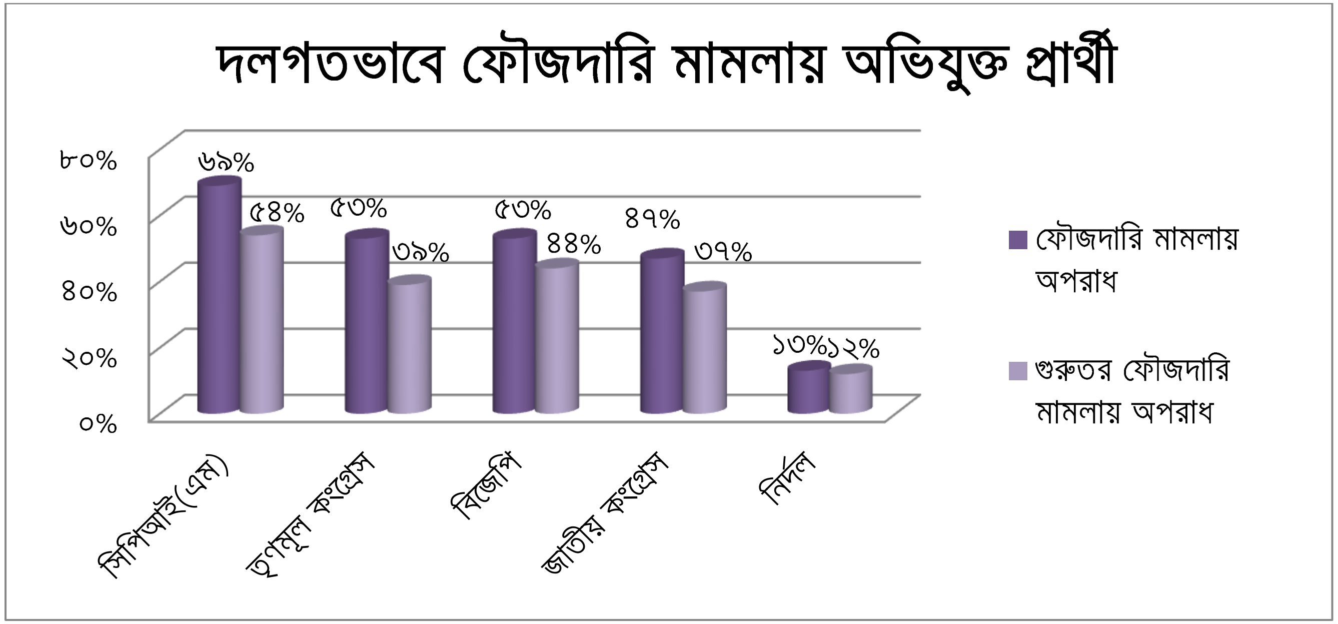

যাকে আমরা গুরুতর ফৌজদারি মামলা বলছি:

১। যে অপরাধে সর্বোচ্চ শাস্তি ৫ বছর বা তার বেশি।
২। যদি কোনও অপরাধ জামিন অযোগ্য হয়।
৩। যদি এটি নির্বাচনী সংক্রান্ত অপরাধ হয় (যেমন আইপিসি ১৭১ ই বা ঘুষ)
৪। রাজস্বের ক্ষতি সম্পর্কিত অপরাধ
৫। হামলা, খুন, অপহরণ, ধর্ষণ সম্পর্কিত অপরাধ
৬। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে (ধারা ৮) উল্লিখিত অপরাধসমূহ
৭। দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের (Prevention of Corruption Act) অধীনে অপরাধসমূহ
৮। মহিলাদের বিরুদ্ধে করা অপরাধ

- **দলগতভাবে প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা :** প্রধান দলগুলির মধ্যে সিপিআই(এম) থেকে বিশ্লেষিত ১৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ৯ জন (৬৯%), তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বিশ্লেষিত ৩৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৯ জন (৫৩%), বিজেপির থেকে বিশ্লেষিত ৩৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৯ জন (৫৩%), জাতীয় কংগ্রেসের বিশ্লেষিত ১৯ জনের মধ্যে ৯ জন (৪৭%), নিজেদের হলফনামায় জানিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে।

- **দলগতভাবে প্রার্থীদের বিরুদ্ধে গুরুতর ফৌজদারি মামলা :** প্রধান দলগুলির মধ্যে সিপিআই(এম) থেকে বিশ্লেষিত ১৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ৭ জন (৫৪%), বিজেপির থেকে বিশ্লেষিত ৩৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৬ জন (৪৪%), তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বিশ্লেষিত ৩৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৪ জন (৩৯%), জাতীয় কংগ্রেসের বিশ্লেষিত ১৯ জনের মধ্যে ৭ জন (৩৭%), নিজেদের হলফনামায় জানিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে গুরুতর ফৌজদারি মামলা রয়েছে।

- **প্রার্থীদের স্বঘোষিত মহিলাদের বিরুদ্ধে করা অপরাধ সম্পর্কিত মামলা :** ১৮ জন প্রার্থী ঘোষণা করেছেন যে তাঁদের মহিলাদের বিরুদ্ধে করা অপরাধ সম্পর্কিত মামলা আছে।
- **প্রার্থীদের স্বঘোষিত খুনের অপরাধে অভিযুক্ত মামলা :** ৩ জন প্রার্থী ঘোষণা করেছেন তাদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগে অপরাধ সম্পর্কিত মামলা আছে (IPC Section-302)।
- **হত্যার চেষ্টার সাথে সম্পর্কিত মামলাযুক্ত প্রার্থীরা:** ১৪ জন প্রার্থী ঘোষণা করেছেন তাদের বিরুদ্ধে হত্যার চেষ্টা সম্পর্কিত মামলা রয়েছে (IPC Section-307) ।

- **লাল সতর্কতা কেন্দ্র*:** ৩৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ১৩টি (৩৬%) কেন্দ্রকে আমরা লাল সতর্কতা কেন্দ্র বলছি। লাল সতর্কতা বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে ৩ বা ততোধিক প্রতিযোগী প্রার্থীরা নিজের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা ঘোষণা করে থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের সপ্তম দফায় প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ রাজনৈতিক দলগুলির উপর কোনও প্রভাব ফেলেনি, কারণ তারা আবারও **ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত ২৬% প্রার্থীকে টিকিট দিয়ে** তাদের পুরান অভ্যাস অনুসরণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে সপ্তম দফার নির্বাচনে **প্রতিদ্বন্দ্বী সব প্রধান দল ৪৭% থেকে ৬৯% ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত প্রার্থীকে টিকিট দিয়েছে।** সুপ্রিম কোর্ট ১৩ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ সালের নির্দেশে রাজনৈতিক দলগুলিকে বিশেষভাবে বলেছে যে ফৌজদারি মামলা চলা ব্যক্তিকে দল টিকিট দিলে তার কারণ জানাতে হবে এবং অন্যান্য ব্যক্তি যাদের বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারি অপরাধের মামলা নেই তাদেরকে প্রার্থী হিসাবে বেছে নেওয়া হয়নি কেন তার কারণও জানাতে হবে। এই বাধ্যতামূলক নির্দেশিকা অনুসারে, ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত প্রার্থীদের বাছাইয়ের কারণ অবশ্যই তাদের যোগ্যতা, কাজের সাফল্য এবং মেধার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। সম্প্রতি, ২০২০ সালের অক্টোবরে, বিহার বিধানসভা নির্বাচন চলার সময় দেখা গেছে যে রাজনৈতিক দলগুলি অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন কারণ দিয়েছে যেমন ব্যক্তির জনপ্রিয়তা, ভাল সামাজিক কাজ করে, মামলাগুলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থে ইত্যাদি। এগুলি কলঙ্কিত প্রেক্ষাপট থাকা প্রার্থীদের ভোটের লড়াইয়ে নামার পক্ষে যথাযথ এবং অকাট্য কারণ নয়। এই তথ্যগুলি স্পষ্টভাবে দেখায় যে নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কারে রাজনৈতিক দলগুলির কোন আগ্রহ নেই এবং আইন লঙ্ঘনকারীরা আইন প্রণেতা হতে থাকলে আমাদের গণতন্ত্রের দুর্বলতা বা দুর্ভোগ বৃদ্ধি পাবে।

আর্থিক প্রেক্ষাপট :

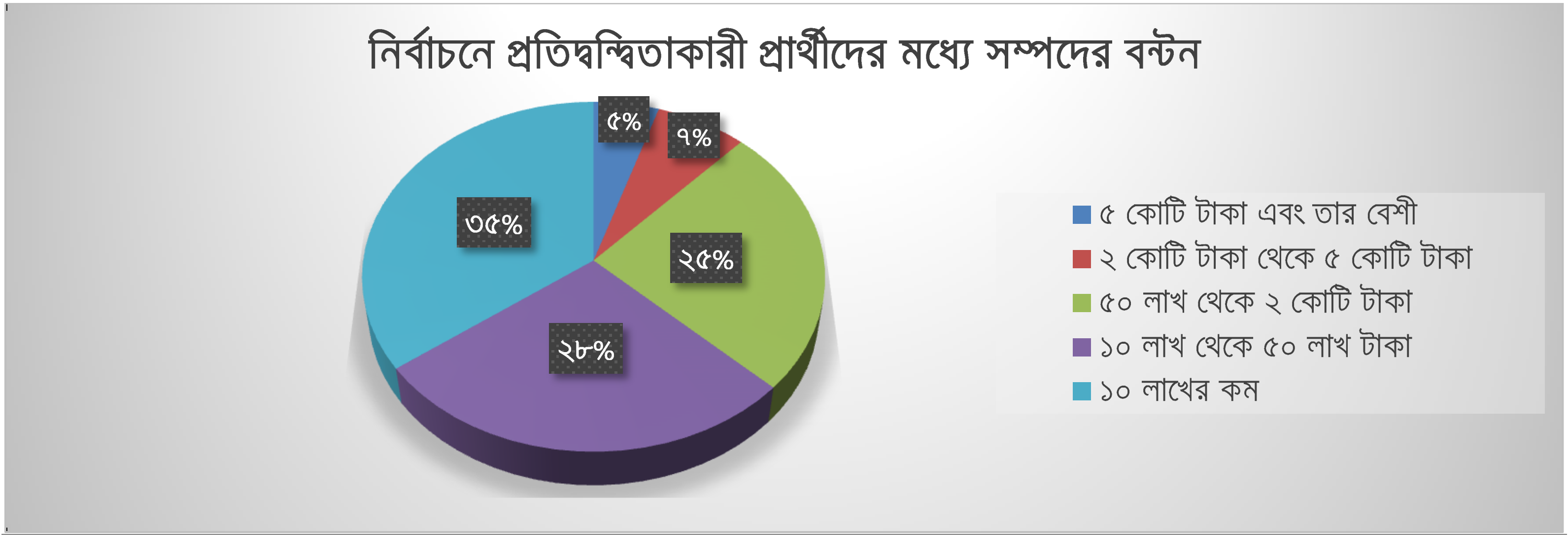

- **প্রার্থীদের মধ্যে সম্পদের বন্টন :** পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২১এর সপ্তম দফায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে সম্পদের বন্টন নিচে উল্লেখ করা হল -

সম্পদের মূল্য	প্রার্থী	প্রার্থীদের হার
৫ কোটি টাকা বা তার বেশী	১৫	৫%
২ কোটি থেকে ৫ কোটি টাকা	২০	৭%
৫০ লাখ থেকে ২ কোটি টাকা	৭০	২৫%
১০ লাখ থেকে ৫০ লাখ টাকা	৮০	২৮%
১০ লাখের কম	৯৯	৩৫%

- **কোটিপতি প্রার্থী :** বিশ্লেষিত ২৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬৫ জন (২৩%) কোটিপতি।

- **দলগতভাবে কোটিপতি প্রার্থীঃ** প্রধান দলগুলির মধ্যে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, তৃণমূল কংগ্রেসের ৩৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৬ জন (৭২%), জাতীয় কংগ্রেসের ১৯ জন প্রার্থীর মধ্যে ১১ জন (৫৮%), বিজেপির ৩৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৩ জন (৩৬%), সিপিআই(এম)-এর ১৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ১ জন (৮%), ঘোষণা করেছেন তাদের ১ কোটি টাকার বেশী সম্পদ রয়েছে।

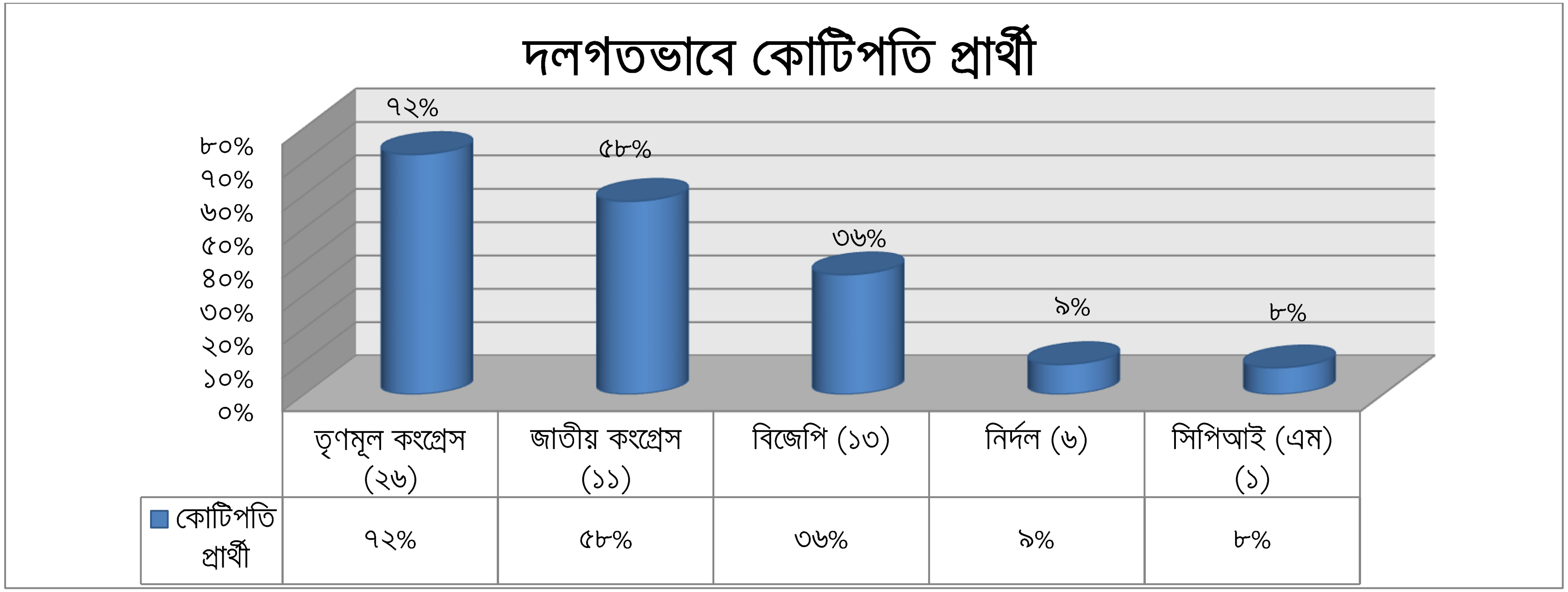

- **গড় সম্পদ :** পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২১ এর সপ্তম দফায় প্রার্থীদের মাথা পিছু **গড় সম্পদ হল ১.২২ কোটি টাকা।**
- **দলগতভাবে গড় সম্পদ :** প্রধান দলগুলির মধ্যে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, তৃণমূল কংগ্রেসের ৩৬ জন প্রার্থীর গড় সম্পদ ৫.০৫ কোটি টাকা, বিজেপির ৩৬ জন প্রার্থীর গড় সম্পদ ১.৯০ কোটি টাকা, জাতীয় কংগ্রেসের ১৯ জন প্রার্থীর গড় সম্পদ ১.৭২ কোটি টাকা, সিপিআই(এম) এর ১৩ জন প্রার্থীর গড় সম্পদ ৬৮.০৯ লক্ষ টাকা।

- **উচ্চ সম্পদশালী প্রার্থী :** পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২১ এর সপ্তম দফায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে উচ্চ সম্পদশালী প্রথম ৩ জন প্রার্থী -

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	জেলা	বিধানসভা কেন্দ্র	রাজনৈতিক দল	অস্থাবর সম্পদ (টাকা)	স্থাবর সম্পদ (টাকা)	মোট সম্পদ (টাকা)	প্যান দেওয়া হয়েছে
১	জাকির হোসেন	মুর্শিদাবাদ	জঙ্গীপুর	তৃণমূল কংগ্রেস	৪৯,২৮,৫২,৭৯৫ ৪৯ কোটি +	১৭,৯৪,৩৭,৫৭৫ ১৭ কোটি +	৬৭,২২,৯০,৩৭০ ৬৭ কোটি +	হ্যাঁ
২	প্রদীপ মজুমদার	পশ্চিম বর্ধমান	দুর্গাপুর পূর্ব	তৃণমূল কংগ্রেস	৭,৯৪,২৭,৫৩১ ৭ কোটি +	১০,২০,০০,০০০ ১০ কোটি +	১৮,১৪,২৭,৫৩১ ১৮ কোটি +	হ্যাঁ
৩	ফিরহাদ হাকিম	কলকাতা দক্ষিণ	কলকাতা পোর্ট	তৃণমূল কংগ্রেস	৯,৩৬,৫৯,২৫৬ ৯ কোটি +	৩,৯৭,৬৫,০০০ ৩ কোটি +	১৩,৩৪,২৪,২৫৬ ১৩ কোটি +	হ্যাঁ

- **কম সম্পদের অধিকারী প্রার্থী :** ৩ জন কম সম্পদের অধিকারী প্রার্থীর তালিকা দেওয়া হল -

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	জেলা	বিধানসভা কেন্দ্র	রাজনৈতিক দল	অস্থাবর সম্পদ (টাকা)	স্থাবর সম্পদ (টাকা)	মোট সম্পদ (টাকা)	প্যান দেওয়া হয়েছে
১	সুরেশ প্রসাদ	পশ্চিম বর্ধমান	দুর্গাপুর পূর্ব	বিএসপি	১,০০০ ১ হাজার +	০	১,০০০ ১ হাজার +	হ্যাঁ
২	শিউলি রুইদাস	পশ্চিম বর্ধমান	আসানসোল দক্ষিণ	বহুজন মুক্তি পার্টি	১,০০০ ১ হাজার +	০	১,০০০ ১ হাজার +	হ্যাঁ
৩	সঞ্জয় মাঝি	পশ্চিম বর্ধমান	বরাবনি	বহুজন মুক্তি পার্টি	৩,১০০ ৩ হাজার +	০	৩,১০০ ৩ হাজার +	হ্যাঁ

- **উচ্চ দায় বা লাইবেলিটিস আছে এমন প্রার্থী :** ৯৬ জন (৩৪%) প্রার্থী তাদের হলফনামায় ঘোষণা করেছেন তাদের উচ্চ দায় বা লাইবেলিটিস আছে। প্রথম ৩ জনের তালিকা নিচে দেওয়া হল

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	জেলা	বিধানসভা কেন্দ্র	রাজনৈতিক দল	মোট সম্পদ (টাকা)	লাইবেলিটিস (টাকা)	প্যান দেওয়া হয়েছে
১	জাকির হোসেন	মুর্শিদাবাদ	জঙ্গীপুর	তৃণমূল কংগ্রেস	৬৭,২২,৯০,৩৭০ ৬৭ কোটি +	৬,২৩,০৩,২০৩ ৬ কোটি +	হ্যাঁ
২	মহম্মদ রেজাউল হক (মন্টু বিশ্বাস)	মুর্শিদাবাদ	সামশেরগঞ্জ	জাতীয় কংগ্রেস	১০,৯৩,০৯,২৪৩ ১০ কোটি +	৫,২০,১১,১৯৯ ৫ কোটি +	হ্যাঁ
৩	ইমানি বিশ্বাস	মুর্শিদাবাদ	সুতি	তৃণমূল কংগ্রেস	১১,৬৫,২৮,৩৫০ ১১ কোটি +	২,৫৭,৭৪,৪১৫ ২ কোটি +	হ্যাঁ

- **আয় করে ঘোষিত উচ্চ আয় সম্পন্ন প্রার্থী* :** আয় করে ঘোষিত উচ্চ আয় সম্পন্ন প্রথম ৩ জন প্রার্থীর তালিকা নিচে দেওয়া হলো -

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	রাজনৈতিক দল	বিধানসভা কেন্দ্র	জেলা	মোট সম্পদ (টাকা)	আয়ের উৎস	স্ত্রী / স্বামীর আয়ের উৎস	যে আর্থিক বছরে প্রার্থী শেষ আবার আয়কর জমা দিয়েছেন	প্রার্থী প্রদত্ত মোট আয় (নিজ+ স্ত্রী+ নির্ভর ব্যক্তি) (টাকা)	আয়করে দেখান প্রার্থীর নিজ রোজগার (টাকা)
১	জাকির হোসেন	তৃণমূল কংগ্রেস	জঙ্গীপুর	মুর্শিদাবাদ	৬৭,২২,৯০,৩৭০ ৬৭ কোটি +	ব্যবসা	ব্যবসা	২০১৯ - ২০২০	১১,৬৪,২৪,৭৩০ ১১ কোটি +	৯,৭৫,০৬,২৪০ ৯ কোটি +
২	ফিরহাদ হাকিম	তৃণমূল কংগ্রেস	কলকাতা পোর্ট	কলকাতা দক্ষিণ	১৩,৩৪,২৪,২৫৬ ১৩ কোটি +	ব্যবসা, ব্যাঙ্কের সুদ, সরকারী বেতন	ব্যবসা, ব্যাঙ্কের সুদ,	২০১৯ - ২০২০	১,৯৮,৪১,৮৭০ ১ কোটি +	৬৫,৮৭,৬২০ ৬৫ লক্ষ +
৩	ঘোষ হেমন্ত	বিজেপি	ফারাক্কা	মুর্শিদাবাদ	৮,৭১,১২,২৪২ ৮ কোটি +	ব্যবসা	ব্যবসা	২০১৯ - ২০২০	১,৬৪,৩৬,৫৩০ ১ কোটি +	১,৩০,৫৮,৭৮০ ১ কোটি +

- প্যান দেওয়া হয়নি : মোট ১৯ জন (৭%) প্রার্থী প্যান সংক্রান্ত তথ্য দেননি।

অন্যান্য তথ্যাবলী :

- **প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা :** ১৪৩ জন (৫০%) প্রার্থী ঘোষণা করেছেন তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ৫ম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর মধ্যে, যেখানে ১৩৪ জন (৪৭%) প্রার্থী ঘোষণা করেছেন তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক বা তার বেশি। ৬ জন প্রার্থীর ডিপ্লোমা আছে। ১ জন প্রার্থী শুধুমাত্র সাক্ষর।
- **প্রার্থীদের বয়সের তথ্য :** ৯৮ জন (৩৫%) প্রার্থী জানিয়েছেন তাদের বয়স ২৫ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে এবং ১৩৯ জন (৪৯%) প্রার্থীরা জানিয়েছেন তাদের বয়স ৪১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে। ৪৭ জন (১৭%) প্রার্থী রয়েছেন যারা তাদের বয়স ৬১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে বলেছেন।
- **প্রার্থীদের মধ্যে লিঙ্গসাম্যতা :** পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ২০২১ এর সপ্তম দফায় ৩৭ জন (১৩%) মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস ও পশ্চিমবঙ্গ ইলেকশান ওয়াচের সুপারিশ:

- রাজনীতিতে বর্তমানের অপরাধপ্রবণতা সমস্যার প্রতিকার হলো বিভিন্ন কমিটি, নাগরিক সমাজ এবং নাগরিকদের সুপারিশ করা সমাধান অবিলম্বে রূপায়ন করা। "ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন"-এর চূড়ান্ত রক্ষক হিসাবে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের উচিত রাজনৈতিক দলগুলি এবং রাজনীতিবিদদের তাদের ইচ্ছাশক্তির অভাবের জন্য, নিন্দনীয় মানসিকতার জন্য এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন না করার জন্য তিরস্কার করা উচিত।
- হত্যা, ধর্ষণ, চোরাচালান, ডাকাতি, অপহরণ ইত্যাদির মতো জঘন্য অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ানো অবৈধ করা।
- কমপক্ষে ৫ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় গুরুতর অপরাধমূলক অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি, যার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনের অন্তত ৬ মাস আগে যদি মামলা দায়ের করা হয় তবে তারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না।
- রাজনৈতিক দল যারা এই জাতীয় ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত প্রার্থী দাঁড় করায় তাদের কর ছাড় বাতিল করতে হবে।
- রাজনৈতিক দলগুলিকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আনা।
- কোনও রাজনৈতিক দল যদি জেনেশুনে এই জাতীয় ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত প্রার্থীকে নির্বাচনে টিকিট দেয়, তবে সেই দলকে চিহ্নিত দলের (de-recognition) তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে ও তাদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে হবে (deregistration)।
- রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাহী কার্যকর্তাদের ফৌজদারি মামলার বার্ষিক তথ্য জমা করা উচিত যাতে জনগণ এই তথ্য পেতে পারে। এমন কি যদি কোন মামলা না থাকে তাহলে সেই তথ্যও প্রকাশ করা উচিত।

- নির্বাচনের হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দাখিলকারী প্রার্থীদের নির্বাচনে লড়ার যোগ্যতা (ফর্ম ২৬) বাতিল হবে।
- রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে থাকা মামলার সুবিচার যথাযথ সময়ের মধ্যে সুচারুভাবে হওয়া উচিত।
- ২৩ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখে দেওয়া সুপ্রিম কোর্টের রায় সর্বান্তকরণে কার্যকর করা (অর্থাৎ ইভিএমগুলিতে নোটা বোতামের বিধান)
  (ক) যদি সব প্রার্থীদের চেয়ে নোটাতে বেশী ভোট পরে, তাহলে কোন প্রার্থীকেই নির্বাচিত ঘোষণা না করে নতুন ভাবে ভোট গ্রহণ করা উচিত
  (খ) নতুন নির্বাচনকালে, আগের নির্বাচনে প্রার্থীদের (যাদের থেকে নোটা বেশী ভোট পেয়েছে) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।

নির্দিষ্ট বিধায়কদের সম্বন্ধে, বিস্তারিত জানতে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

পশ্চিমবঙ্গ ইলেকশান ওয়াচ ও এডিআর (ন্যাশানাল ইলেকশান ওয়াচের)-এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে প্রচারিতঃ

উজ্জয়িনী হালিম

ডঃ উজ্জয়িনী হালিম,
রাজ্য সংযোজক
যোগাযোগঃ ১৯৫ যোধপুর পার্ক, কলকাতা- ৭০০০৬৮
ফোনঃ ০৩৩ ২৪৭৩ ২৭৪০
ইমেইলঃ ujjainihalim@gmail.com
মোবাইলঃ 9830299326